খুলনা থেকে আসা ৬৬ টন পচাঁ গম ঝিনাইদহ সরকারী খাদ্য গুদামে সংরক্ষন

খুলনা সিএসডি খাদ্য গুদাম থেকে আসা ৬৬ টন পচাঁ গম ঝিনাইদহ সরকারী খাদ্য গুদামে গুদামজাত করা হয়েছে। শুক্রবার দিনব্যাপি এসব পচাঁ গম ৪টি ট্রাক থেকে আনলোডের মাধ্যমে গুদামে রাখা হয়।

জানা যায়, খুলনা সিএসডির চলতি দায়িত্বে থাকা সহকারী ব্যবস্থাপক পূর্নিমা মন্ডল স্বাক্ষরিত ১৬জুলাই ৪টি ভি-ইনভয়েসের মাধ্যমে এসব পচাঁ গম ঝিনাইদহ সদর উপজেলা খাদ্য গুদামে (সদর এলএসডি তে পাঠায়। বৃহস্পতিবার ভোরে ঝিনাইদহ সদর সরকারী খাদ্য গুদামের (সদর ওসিএলএসডি) গেটে ৪টি ট্রাকে ৬৬টন পঁচা গম নিয়ে প্রবেশ করে। প্রথম জেটি-১১-১৮২৪ নম্বর ট্রাকে ২৯৫ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৮৭০ টন, দ্বিতীয় জেটি-১১-১২৯৬ নম্বর ট্রাকে ২৯৬ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৭৭৯ টন,তৃতীয় ডিএমটি-২৪-৩৭৭৯ নস্বর ট্রাকে ২৮৮ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৫৯০টন, চতুর্থ আরজেএমটি-১১-০৩৮১ ট্রাক নম্বরে ৩০০ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৬৮৬টন। প্রতিটি ভি-ইনভয়েসে লেখা ছিলো পন্যের নাম লাল গম এবং গুনগত মান ডিএসডি-থ্রি। প্রতিটি ভি-ইনভয়েসে খুলনা সিএসডির তল্লাসি ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ছিলো। কিন্তু গমের ভি-ইনভয়েস দেখে উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন মালের মান বুঝে নিতে গিয়ে দেখেন তা অত্যন্ত নিম্নমানের পচাঁ গম। তখন ট্রাক গুলা আনলোড না করে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করে। অফিসের মাধ্যমে খবর পেয়ে খুলনার বিভাগীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যলয় থেকে একটি পরিদর্শক টিম এসে এই নিম্ন মানের পচাঁ গম ঝিনাইদহ খাদ্য গুদামে রাখার চাপ দিলে ঝিনাইদহ সদরের খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত গুদাম রক্ষক কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন তা গুদামজাত করতে বাধ্য হন। এই নিম্ন মানের ৬৬ টন গম ফেরত না দিলে ঝিনাইদহের উপকার ভোগী ভোক্তা বা গ্রাহকগণ চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং আগামীতে আরো দুইশ টন গম আসার কথা সেটাও নিম্ন মানের মাল পাঠাবে বলে ধারণা করা যায়।

গাড়ীর চালক ও হেলপাররা জানায়, খুলনার বৈকালী থেকে গম লোড করার সময় তারা দেখতে পান গম পঁচা, নিন্মমানের ও ধুলায় পরিপুর্ন। যেগুলা আটা করে খাওয়ার অনুপোযী। সাধারণ মানুষকে এগুলা খাওয়ালে

তার রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। যেহেতু আমরা পরিবহনের দায়িত্বে তাই কিছু বলতে পারিনি। আমার জেলা গুদামে আসারপর আপনাদেরকে জানাতে পারলাম।

এদিকে দুইদন ট্রাক আটকিয়ে রাখায় তখন ট্রাকের চালক এবং ট্রাক মালিকদের সাথে খাদ্য পরিদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন বাক-বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার পর্যন্ত দুদিন ট্রাক আটকিয়ে রাখার দায়ে হরিণাকুণ্ডুু ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান লিটন তার ট্রাকের ক্ষতিপূরণ দাবি করলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাক-বিতান্ডার সৃষ্টি হয়। তখন ঝিনাইদহ চেম্বার অফ কর্মাস এন্ড ইন্ডাট্রিজ এর সভাপতি ও জেলা চালকল মালিক সমিতির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন ঘটনাস্থলে পৌছে উভয় পক্ষের মধ্যস্ততায় ক্ষতিপূরণের বিষয়টি মিমাংশা করেণ এবং ট্রাক থেকে মাল আনলোড করে ট্রাকগুলো ছেড়েদেন।

এবিষয়ে সদর উপজেলা খাদ্য পরদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন নিম্ন মানের গম হওয়ায় আমি ট্রাক আটকিয়ে দিয়েছিলাম, ট্রাকগুলো ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু বিশেষ কারণে এই গম আমার রাখতে হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত ) প্রিয় কমল চাকমা’র বলেন আমি ছুটিতে বাড়ী থাকায় বিষয়টি সম্পর্কে কিছু জানিনা। রবিবার এসে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

বিভাগীয় যৌথ সমাবেশ সফল করতে মেহেরপুরে বিএনপি’র পোস্টার বিতরণ

তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমাবেশ’ সফল করতে দেশব্যাপী কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরে পোস্টার বিতরণ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। শুক্রবার (১৬ মে) সকাল ১১টায় জেলা পরিষদ চত্বর থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়।

জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এই প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শহরের বড়বাজার, কোর্ট মোড়, মাদ্রাসাপাড়া, বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সাধারণ মানুষের মাঝে পোস্টার বিতরণ করা হয়।

এ সময় অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “বর্তমান সরকারের দুঃশাসন ও ভোটাধিকার হরণের বিরুদ্ধে তারুণ্যকে সংগঠিত করতেই এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, তারেক রহমানের নেতৃত্বেই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।”

তিনি আরও বলেন, “বিএনপি’র শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু জনগণের সমর্থন নিয়েই বিএনপি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। খুলনা-বরিশাল বিভাগীয় যৌথ সমাবেশ হবে তারই একটি শক্তিশালী বার্তা।”

পোস্টার বিতরণ কর্মসূচিতে বিএনপি’র অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেন।

বিএনপি নেতারা জানান, আসন্ন বিভাগীয় সমাবেশে মেহেরপুর জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করবে। তারই অংশ হিসেবে জেলার সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

খুলনায় অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির অভিষেক

খুলনায় অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির অভিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২২ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় খুলনা প্রেসক্লাবের ব্যাংককুয়েট হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেনা

লুব্রিক্যান্টসের অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর ইমদাদুল হক সোহাগ এবং অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির মহাসচিব মো. রফিকুল ইসলাম রঞ্জু।

নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণের পর তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে খুলনা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলার অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সেনা লুব্রিক্যান্টসের অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর ইমদাদুল হক সোহাগ সমিতির নেতৃবৃন্দের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপে অংশ নিতে খুলনায় মেহেরপুরের জেলা পুরুষ ও নারী দল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণের জন্য মেহেরপুর জেলা পুরুষ ও নারী দল খুলনার উদ্দেশ্যে আজ বুধবার (২৩ নভেম্বর) সকালের রওনা দিয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান অংশগ্রহণকারীদের শুভ কামনা জানিয়ে বিদায় জানান। এসময় মেহেরপুর ক্রীড়া অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোল্ডকাপ খেলায় অংশগ্রহণের জন্য ২২ সদস্যের মেহেরপুর জেলা পুরুষ দল ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপে অংশগ্রহণের জন্য ২১ সদস্যের মেহেরপুর জেলা মেয়ে দল নির্বাচিত করা হয়েছে।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপে জেলা মেয়ে দলের

সদস্যরা হলেন বন্যা, শ্রাবনী, সুমাইয়া, আদুরী, শনিতা, জুঁই, জুথি, কবিতা, রিয়া রোমানা, রিংকি, শাপলা, সিমি, রিংকি, সুমাইয়া, হালিমা, রিমা, তামান্না, নুপুর, সোনিয়া, মোহনা এবং মুসলিমা।

ছেলে দলের সদরা হলেন লিখন, ইমরান, জিহাদ, আশিক, বায়েজিদ, সাকলাইন, সায়েম আহমেদ, ওবায়দুল ইসলাম, সাদউল্লাহ, আরাফাত, অনিক, হুসাইন, সৌরভ, রিমন রেজা, বারিউল, শামীম রেজা, সোহান মিয়া, গাফফারুল, আবু সায়ীদ, সাব্বির এবং লালচাঁদ।

জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তরের উদ্যোগে খুলনায স্টেডিয়ামে এই খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুরের হাজারো নেতা কর্মি ট্রেনে চড়েই খুলনার গনসমাবেশে গেছেন

মেহেরপুর থেকে সবখানে বাস চলাচল করলেও শুধু খুলনার পথে বন্ধ রেখে ছেন পরিবহন মালিক ও শ্রমিকরা। এতে খুলনায় শনিবারের বিভাগীয় গণসমা বেশে যোগ দেওয়ার জন্য বিএনপির নেতাকর্মীরা ট্রেন বেছে নিয়েছেন। হাজারো নেতা কর্মি নিয়ে ট্রেনে চড়েই খুলনার গণসমাবেশে যোগ দিে লন মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

মেহেরপুর জেলার নেতা কর্মি শুক্রবার সকাল থেকে জড়ো হয় আলমডাঙ্গা , চুয়াডাঙ্গাসহ বিভিন্ন স্টেশনে। পরে সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে খুলনার উদ্যেশ্যে রওনা হন তারা।

মেহেরপুর জেলার অধিকাংশ নেতাকর্মী খুলনার গণসমাবেশে যোগ দেবেন। তারা শুরু হওয়ার আগেই খুলনা পৌঁছে যান বলে সূত্রমতে জানা গেছে।

বিভিন্ন দাবিতে বিভাগীয় পর্যায়ে গণসমাবেশের ধারাবাহিকতায় শনিবার খুলনা মহানগরীর সোনালী ব্যাংক চত্বরে সমাবেশের আয়োজন করেছে বিএ নপি।